নিজের দিকে তাকালে অন্যকে দেখা যাবে

বেলাল বেগ

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স এসোশিয়েসনের বার্ষিক ভোজে দেখা হয়েছিল পশ্চিম বাংলার একজন ইঞ্জিনিয়ারের সংগে। তাঁর সংগে দেখা হবার আগ পর্যন্ত আমার ধারনা ছিল নিউইয়র্কে পশ্চিম বাংলার বাঙালি খুব কম আছে। তিনি মুচকি হেসে আমার ধারনা গঁড়িয়ে দিলেন। আমার এ ধারনা হবার কারন তাদের কোন অনুষ্ঠানাদি চোখে পড়েনা।

আমাদের হুজুগে বাংলাদেশিরা প্রতিসপ্তাহে ১০/১২টি পত্রিকা বের করে। সংগঠন প্রতি ৩০ থেকে ৩০০০ সদস্যের ২/৩ শ সমিতি আছে। এ সমস্ত সমিতিগুলিতে শশব্যস্ত মানুষগুলির একমাত্র লক্ষ্য পত্রিকায় সচিত্র খবর হওয়া। ফলে পত্রিকার খুব কদর। সব পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিবেদক ও চিত্রগ্রাহকদের সবাই চেনে এবং খুব খাতির করে। এমন কি সভার শুরুতে নাম ধরে সম্ভোধন করে। সম্পাদক হলেত কথাই নেই। সপ্তাহের দুই ছুটির দিনে কোথাও না কোথাও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করতে হয়। বাংলাদেশি বাঙালিরা নতুন দেশে বসত করতে এসে কিভাবে দিন কাটাচ্ছে, তাদের ছেলেমেয়েরা কিভাবে বড় হচ্ছে, ব্যক্তিগত আপদ বিপদে তাদের সাহায্য সহযোগিতার কি বন্দোবস্ত আছে এসব অতি জরুরী ও মানবিক বিষয়গুলি নিয়ে বিশেষ কোন সমিতি না থাকলেও পত্রিকাগুলির কল্যানে বাংলাদেশি বাঙালিদের জীবন বেশ জমজমাট দেখায়।

সেদিন জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ সড়কের বাংলাদেশি আড্ডা এলাকা রাত এগারটার দিকেও বেশ সরগরম। আবহাওয়াটাও বেশ ভাল ছিল। অনেকের সংগে দেখা হল। একজনের সংগে দেখা হল অনেকদিন পরে। এদের অনেকের নুন আনতে পানতা ফুরায়। সেজন্যে দেখা হলেই আয় উপার্জনের দিক থেকে কেমন আছে জানতে খুব ইচ্ছা করে। কিন্তু কখনো তা জিজ্ঞসা করা হয় না। কারন দেখা হওয়া মাত্রই এমন একটা প্রশ্নবান ছুঁড়ে দেবে যে তার জবাবে দশটা কথা মুখিয়ে উঠবে। ঠিক যেন টেলেমার্কেটিং টেকনিক; একবার বড়শিগাঁথা হলেই নিস্তার নেই। সেদিনও তাই হলো। বাধ্য হয়ে চায়ের টেবিলে যেতে হল। তার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা থেকে নিউইয়র্কের ডলারভাজা নেতৃত্বের হাস্যস্পদতার আলোচনা দিয়ে আধঘন্টা চা খেলাম।

প্রানের কথাটা প্রানেই রয়ে গেল। পরিচিত ব্যক্তিটির বসবাস কি আইনসঙ্গত হয়েছে? বউ ও সন্তানকে নিয়ে আসার সুযোগ হয়েছে? নিয়মিত কাজের জোগাড় হয়েছে? এসব অতি দরকারি কথার কিছুই বলা হল না। উঠে আসার সময় মনের কষ্টটা থেকেই গেল।

একজন সে যা নয় তেমন ব্যবহার করলেই বুঝতে হবে তার এমন কোন গোপন সমস্যা আছে যা সে লুকাতে চায়। যারা মনস্তত্ত্ব বিদ্যার কিছু সত্যের কথা অবহিত নয়,তারা অনেক সময় এজাতীয় লোককে খুবই চালাকচতুর মনে করে এবং তাদের কথায় বিশ্বাস করে বসে। পথেঘাটে এমন একটা বিশ্বাস চট করে পাওয়া যায় বলে বাংলাদেশি বাঙালিরা খুব সহজে আত্বপরিচয় লুকিয়ে যে কোন ভেক ধরে মনের দুঃখ মনে চেপে যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের বেশির ভাগ মানুষের মনে অনেক বড় বড় দুঃখ আছে। অনেকে দেশে সম্মানজনক অবস্থান ছেড়ে এসেছেন। অধিকাংশ বাংলাদেশি বাঙালি আমেরিকান জীবনপ্রবাহে এখনও খড়কুটোর মত ভেসে বেড়াচ্ছেন। পরাজয় মানা হবে বা আত্বসম্মান নষ্ট হবে এভয়ে দিনরাত তারা তাদের মনের ক্ষতস্থানগুলিকে ঢেকে রাখেন। অথচ এ সকল সমস্যার উদ্ভব অতি স্বভাবিক ঘটনা এবং একান্তই মানবিক । অতএব উচিৎ ছিল সকলে মিলে সকলের সমস্যার আলাপালোচনা করা কারন মানুষের দুঃখ কেবল মানুষেই বুঝে। 'মানুষ মানুষের জন্য; জীবন জীবনের জন্য'।

নিউইয়র্কে অবস্থানকারী পশ্চিম বাংলার মানুষ সম্ভবতঃ নিজেদের জীবনকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তা নয়ত অবশ্যই আমাদের মত হাউকাউ কোথাও না কোথাও চোখে পড়ত কারন তারাও ত রবীন্দ্রনাথের সেই মানুষ না হওয়া বাঙালি।

আমাদের বাংলাদেশি বাঙালিদের এই মেছোহাটা ঘেটো জীবনচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তা নয়তঃ ভবিষ্যতে নিজের ছেলেমেয়ের সংগেও অভিনয় করে বাঁচার গ্লানি হজম করতে হবে। অতএব প্রত্যেকে প্রত্যেকের সংগে আলাপালোচনা করুন, জীবনের চোখে চোখ রেখে বাঁচতে শিখুন।